টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

Re d No. C. 853

খাঁটি

উলের

নেইকো জুড়ি

শীতের পোষাক

আজই করি

প্রসিদ্ধ মিলের নানা রংএর নানা ধরণের

খাঁটি উলের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে পৌষ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 5th Jan. 1972 | ৩০শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের বরাত ফিরছে

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনটির গুরুত্ব এবং তৎসঙ্গে এর প্রতি রেল কর্তৃপক্ষের দীর্ঘদিনের একটা উদাসীনতার কথা আমরা বেশ কিছুদিন পূর্বে আলোচনা করেছিলাম। আমাদের প্রধান বক্তব্য ছিল, এই ষ্টেশনে একটি ওভারব্রীজ নির্মাণ করার প্রয়োজন। কারণ উভয় পার্শ্বে উঁচু প্লাটফরম থাকায় রেল লাইন পার হওয়া রীতিমত একটা সমস্যার প্রশ্ন। শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও রোগীদের পক্ষে এপার-ওপার করার সমস্যা চিন্তা করা যায় না। একই সময়ে দুই পার্শ্বে গাড়ী থাকলে ষ্টেশন গেটে উপস্থিত হওয়া এবং রিক্সার সুযোগ নেওয়া সুকঠিন প্রত্যেকের পক্ষে। রাত্রিকালে ষ্টেশনের নিতান্ত স্বল্প আলোক ব্যবস্থায় লাইন পার হওয়া রীতিমত বিপজ্জনক। তাই এখানে একটি ওভারব্রীজ একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু এ যাবৎ ওভারব্রীজ নির্মাণের কোন আয়োজন দেখা গেল না; কোন কথাও শোনা যাচ্ছে না। রেলকর্তৃপক্ষের ঘুম কবে ভাঙবে, জানি না।

খোলা প্লাটফরম থাকায় গ্রীষ্মের দাবদাহ, বর্ষায় বৃষ্টি-হাওয়ার মাতলামী, শীতের হিমশিশির প্রভৃতি যাত্রীসাধারণের অশেষ দুর্গতি এনে দেয়। সুতীর প্রাক্তন এম, এল, এ মোঃ সোহরাব এ জন্য লেখালেখি করেছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ইষ্টার্ণ রেলের চিফ কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ২৬-১১-৭১ তারিখের (সি/১৯১/ও/১৬ /ভল, ৪/পিল) নং চিঠিতে জানিয়েছেন যে, অনতিবিলম্বে এই ষ্টেশনে একটি প্লাটফরম শেড নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হবে। কাজটা কবে হচ্ছে জনগণ সেই আশায় আছেন। ওভারব্রীজটার কথা ভাবতে জনসাধারণকে অনুরোধ করছি। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের বরাত কবে ফেরে দেখা যাক।

খিদিরপুর গজগিরি ঘাটে ইজারদারের জুলুম

জঙ্গিপুর মহকুমা ল্যাণ্ড রিফর্মস্ অফিসের সন্নিকটে খিদিরপুর গজগিরি ঘাট অবস্থিত; এই ঘাটের ইজারদার যাত্রী সাধারণের প্রতি জুলুম করিয়া প্রত্যেকের নিকট ৫ পয়সা হিসাবে আদায় করিতেছে। ন্যায়তঃ ৩ পয়সা আদায় করা উচিত। খিদিরপুর গ্রামের জনসাধারণ এস, এল, আর, ও, এর নিকট দরখাস্ত করিয়াও কোন ফল না পাওয়ায় অনেকে আমাদের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' কার্য্যালয়ে অভিযোগ করিয়াছেন। উপরোক্ত বিষয়ে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর সম্পাদক মহাশয় স্থানীয় এস, এল, আর, ও, শ্রীচিন্তেশ্বর মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার অফিসে গিয়া এ বিষয়ে বলেন। তবুও তিনি ইহার প্রতিকার করেন নাই। উপরোক্ত বিষয়ে আমরা জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ও মুর্শিদাবাদের এ, ডি, এম, (ই, এ,) মহোদয়দ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ছাত্র সংসদের ডাকে কলেজে ক্লাশ বর্জন

জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্র সংসদের ডাকে কতকগুলো দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ৫-১-৭২ হ'তে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ বর্জন চলছে। তাদের দাবী-দাওয়াগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—ছাত্র-ছাত্রীদের সকল বিষয়ে স্পেশাল অনার্স পড়ার সুযোগ দেওয়া, সংস্কৃত ও অর্থনীতিতে যোগ্যতানুযায়ী সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের হয় Day বা Morning এ পড়তে পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্ত্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;

—জীবনানন্দ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে পৌষ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ ১৯৭২ এর মুখবন্ধ ॥

ইংরাজী মতে নববর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের পত্রিকার ইংরাজী নববর্ষে এইটি প্রথম সংখ্যা। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। কামনা করি, সকলের শুভ হোক।

উনিশ শো একাত্তর সাল বিদায় লইয়াছে। আসিল উনিশশো বাহাত্তর। পুরাতন বৎসর নানা দিক দিয়া তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র, কী ভারত—সর্বত্রই এক একটি পটপরিবর্তন দেখা গিয়াছে। চীন-মার্কিণ দীর্ঘ বৈরী সম্বন্ধ ঘুচিবার ইঙ্গিত দিয়াছে বিগত বৎসর। চীনের পিং পং টেবিল হইতে মার্কিন প্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছে। এখন বর্তমান বর্ষে প্রেসিডেন্ট নিকসনের চীন সফরে উভয় দেশের গ্রন্থি ও জাল অপসারিত হইতে পারে বলিয়া অনেকের ধারণা এবং ইহার দরুণ বিশ্বপরিস্থিতিতেও একটা নূতন পথ খুলিতে পারে। রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি আরও একটি উজ্জ্বল ঘটনা। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কাহারও মুখ ভার, কাহারও উষ্মা হইয়াছে। ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচে ভারত ইংলণ্ড হইতে যে রাবার লাভ করিয়াছে, তাহারও গুরুত্ব কম নয়।

বিগত বৎসরে একটি স্বাধীন জাতির অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা শুধু ভারত উপমহাদেশকেই নয়, সারা দুনিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। আর, একটি জঙ্গী শাহীর বর্বর এবং নারকীয় হত্যালীলা ও জঘন্য প্রবৃত্তির সুস্পষ্ট পরিচয় বিশ্ববাসীর নিকট ধরা পড়িয়াছে। এক কোটি অসহায় মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব ভারতকে লইতে হইয়াছিল। বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে ভারত শরণার্থী আগমনের পরিস্থিতি সম্পর্কে সকল জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। স্বার্থবশতঃ বা আরও কোন রহস্যময় কারণেই হউক, তাবৎ জাতিসমূহ সে কথা শুনিয়াও শুনে নাই। পাকিস্তান সরকারের পৈশাচিক তাণ্ডব যেভাবে অব্যাহত ছিল, তাহাতে বরং মদত দিতে আগাইয়া আসিয়াছিল অনেকেই। এই অবস্থায় দাম্ভিক পাকিস্তান সরকার ভারতকে যুদ্ধে নামাইল। উদ্দেশ্য, যে ভারত বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শ্রদ্ধা জানাইয়াছে, তাহাকে জব্দ করিতে হইবে। কিন্তু ন্যায় ও সত্যের পথ চিরদিন অম্লান থাকে। ভারত বাধ্য হইয়াই আত্মরক্ষার খাতিরে যুদ্ধে নামিল আর বিজয়গৌরব অর্জন করিয়া সেই ক্ষমতামদমত্ত পাকিস্তান সরকারকে সমুচিত শিক্ষা দিল। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়াছে ভারতই সর্বপ্রথম। সাড়ে সাত কোটি মানুষের আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভারতের অবদান বিরাট। বিগত বৎসর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁহার সাধের মসনদ ছাড়িয়াছেন। গত ২০শে ডিসেম্বর ভুট্টো সাহেব নূতন প্রেসিডেন্ট হইয়া 'আঁখোঁ মেঁ আঁশু'-তে নবীন পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিলেন। নানারকম কৌশল জাল বিস্তার করিয়া তিনি পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ—ভারতকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া। রাষ্ট্রপুঞ্জে গলাধাক্কা খাইয়াও যাঁহার শিক্ষা হয় নাই, তিনি শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাত্রই বটে!

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয় ১৯৭১ এর জুন মাসে। ইতিপূর্বেও রাষ্ট্রপতির শাসন এখানে প্রবর্তিত হয়। এখন মার্চ মাসে এই রাজ্যে বিধান-সভা নির্বাচনের কথা শুনা যাইতেছে। সুতরাং তাবৎ রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইবার জন্য তোড়জোড় শুরু করিয়াছেন। এই রাজ্যে বহুবার নির্বাচন হইয়া গেল। তাহার কারণ ক্ষমতাসীন দলে ভাঙ্গন। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের ভার একটি সুনির্বাচিত মন্ত্রিসভার হাতে তুলিয়া দেওয়া দরকার। সংবিধানে সেই স্বীকৃতি আছে। যাহাই হউক, ইহার মধ্যে শরণার্থীরাও স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন এবং নির্বাচন হওয়ার পথে আর কোন অন্তরায় আসিবে বলিয়া মনে হয় না। প্রশাসনিক দায়িত্ব নির্বাচিত মন্ত্রিসভার হাতে দেওয়াই দরকার কারণ রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থার দ্বারা সংবিধানগত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থাকে না। কাজেই মুখে গণতন্ত্রের দোহাই অথচ কাজে নয়, ইহা চলিতে পারে না। বর্তমান বৎসরে এই রাজ্যে নির্বাচন হইবে কি হইবে না, এ পর্যন্ত তাহা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় নি। নির্বাচন হইলে একটা বিরাট পরিবর্তন অর্থাৎ চমকপ্রদ কিছু ঘটিতে পারে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। ১৯৭২ সাল সেই প্রেক্ষাপট রচনা করিবে কিনা তাহা ভবিষ্যতের ব্যাপার। এই সমস্যাজর্জর রাজ্যের উন্নয়নের বিষয়ে প্রধান মন্ত্রী বহুকথা বলিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার সে সব প্রতিশ্রুতি নিছক 'ইলেকশন ষ্টাণ্ট' নয়। বর্তমান বৎসরে সেই সব প্রতিশ্রুতি কার্যতঃ কতটুকু রূপায়িত হইতেছে, তাহাও দেখার বিষয়।

চোরাই তারসহ আসামী গ্রেপ্তার

গত ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ উমরপুর রওনা হয়। সেখানে তিন কুইণ্টাল এ্যালুমিনিয়াম কন্ডাকটার তারসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, দুর্বৃত্তরা সেই সময় পুকুর থেকে চোরাই তার উঠিয়ে পাচার করার মুহূর্তে ধরা পড়ে।

বোমা তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার

গত ২৫শে ডিসেম্বর গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সুতী থানার পুলিশ মানিকপুর গ্রামের নৃপেন দাসের বাড়ী খানাতল্লাসী করে গন্ধক, পাটের দড়ি, সোরা, পটাশ প্রভৃতি বোমা তৈরীর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেছে।

নবজাতক বাংলাদেশ

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্য শাশ্বত ও সনাতন। তাকে আবৃত করা যায় না। যায় না অস্বীকার করা। সে সদা ভাস্বর। সাড়ে সাত কোটি মানুষের রক্তের মূল্যে অর্জিত বাংলাদেশ আজ তেমনি বাস্তব সত্য। বহু দিন হতে পুঞ্জীভূত হয়েছিল—'ভীরুর ভীরুতা পুঞ্জ/ প্রবলের উদ্ধত অন্যায়/লোভীর নিষ্ঠুর লোভ/ বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ/জাতি অভিমান/ মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান।' অসহনীয় হয়েছিল জঙ্গী শাসকের নির্ম্মম অত্যাচার আর স্বৈরাচার। তাই বুঝি সাড়ে সাত কোটি মানুষের কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল—'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা। আর চলিবে না। বঞ্চনা বাড়িয়া উঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি/ কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি "তুফানের মাঝখানে/ নূতন সমুদ্রতীর পানে/দিতে হবে পাড়ি।" মানুষ 'নিদারুণ দুঃখরাতে মৃত্যুঘাতে' সহ্যের সীমা চূর্ণ করলো—অবিচল হয়ে উঠলো 'শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দিন' আর স্থির প্রতিজ্ঞ হলো স্বাধীনতার সংকল্পে। জঙ্গীচক্রের দীর্ঘদিনের চক্রান্ত, বঞ্চনা, পীড়ন, পেষণ এবং ধর্ম্মান্ধতা বাংলাদেশের মানুষকে সচেতন করে তুললো। শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে তারা ঘোষণা করলো অসহযোগ। তারপর রক্তদান, জীবনদান। কিন্তু বীরের রক্ত স্রোত, মাতার অশ্রুধারা ব্যর্থ হয়ে যায় নি। ধরণীর ধুলায় হারিয়ে যায় নি এদের মূল্য। মুমুক্ষু মানুষের সামনে তাই খুলে গেল 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার।' পাকিস্তানের জঘন্য চক্রান্তের ধ্বংসস্তূপ হতে জন্মলাভ করলো—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশাত্মবোধ, আদর্শচিন্তা ও বীরত্বপনার মধ্য দিয়েই একটি নূতন জাতির জন্ম হলো—এ জাতির নাম বাঙালী জাতি।

এই বাঙালী জাতিই একদা পাকিস্তানের শাসকবর্গের নিকট পেশ করেছিল—দু'টি আবেদন। —সরকারী ভাষা হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আর তথায় তাদের স্বায়ত্তশাসন। তখন ১৯৫০। সুরাবর্দ্দী সাহেব ও ফজলুক হক সাহেবের যুগ্ম নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল যুক্তফ্রন্ট। জনতার রায়ে তাঁরা মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। কিন্তু সইলো না। পশ্চিম পাকিস্তানের চক্রান্তকারী শাসকগোষ্ঠী তাদের জনপ্রিয়তা বরদাস্ত করতে পারলেন না। পূর্ব বাংলায় চাপানো হলো বাজ্যপালের শাসন। এহ বাহ্য। তারপর প্রবর্ত্তিত হলো সামরিক শাসন।

মিঃ আইয়ুব হলেন এই সামরিক শাসনতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। তিনি ঘোষণা করলেন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র। এর মধ্যেও প্রতিফলিত হলো না সেখানের মানুষের অন্তরের অনুভূতি। সেদিনও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ চেয়েছিল রাজনৈতিক আর অর্থ-নৈতিক অধিকার। গ্রাহ্য হয় নি এ দাবী। ১৯৬৮ তে সেখ মুজিবুর রহমান দাবী জানালেন—স্বায়ত্ত শাসনের। তাও হলো প্রত্যাখ্যাত। এ সময় মিঃ আইয়ুব শাসনতরণী হতে নেমে এসে দায়িত্বভার দিলেন ইয়াহিয়া সাহেবকে। ১৯৬৯ এ ইয়াহিয়া সাহেব আবার সামরিক শাসন শুরু করলেন। যদিও তিনি ১৯৭০ এ ন্যাশনাল এসেম্বলীর নির্ব্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন। নির্ব্বাচনও হয়। তিনি যা চেয়েছিলেন তা পান নি বোধ হয়, আর যা পেলেন তাও বোধ করি, তিনি চান নি। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্ব্বাচনের রায় লাভ করলো বঙ্গবন্ধু-মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ। পশ্চিম পাকিস্তানের চক্রী জঙ্গী শাসকবর্গ তা মানলেন না। ঢাকায় এসে প্রেসিডেন্ট সাহেব আলোচনার উর্ণাজাল ছড়িয়ে গরিমসী করে কালহরণ করে বাঙালী নিধনের আয়োজন করে গেলেন। আলোচনার অছিলায়। সত্য সত্যই ২৫শে মার্চ্চ বঙ্গবন্ধুকে করা হলো গ্রেপ্তার। ঢাকার বুকে গর্জ্জে উঠলো কামান। রাতের অন্ধকারে পালালেন প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং তাঁর সাকরেদ্‌রা। তারপর শুরু হলো নিধন যজ্ঞ। আওয়ামী লীগের সদস্যদের—তারপর বাঙালীদের উপর চললো বোমা ও গুলি বর্ষণ। দিনের পর দিন চললো নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্ব্বিচারে গণহত্যা। হিট্‌লারের নিষ্ঠুরতাও বুঝি ইয়াহিয়ার নিকট লজ্জা পায়। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক 'জুন্তা' হত্যা, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ আর অগ্নিসংযোগ করে সারা দেশে সৃষ্টি করলো 'ভীতির সাহারা'; সন্ত্রাসের রাজত্ব।

এ অবস্থায় পূর্ব বাংলায় মানুষের সামনে খোলা ছিল দুটো পথ—হয় আত্মসমর্পণ নয় মুক্তি সংগ্রাম। বাংলার তরুণরক্তে এবার জেগে উঠলো খুন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ার ডাক দিলেন মুজিবুর। তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ জোগালো তাদের অনুপ্রেরণা। মাতৃভূমির পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্পেই শুরু হোল মুক্তি যোদ্ধাদের মরণজয়ী সংগ্রাম। হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো বজ্র কঠোর নির্ঘোষ—'কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান? / আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ।' —সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই আত্মোপলব্ধি এবং মুক্তি চেতনার মধ্যে দিয়েই পূর্ব্ব পাকিস্তানের চিতাভস্ম হতে জন্মলাভ করলো—নবজাতক বাংলাদেশ।

এই নবজাতককে প্রথম স্বীকৃতি আর স্বাগত জানালো ভারতবর্ষ। তারপরে জানালো ভুটান। ধীরে ধীরে আসবে আরো কত রাষ্ট্র তাদের শুভেচ্ছা-স্বীকৃতির ডালি নিয়ে।

বাংলাদেশ এখন এক গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। এদের জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। জনসংখ্যার দিকে এ দেশ পৃথিবীর অষ্টম রাষ্ট্র। এদেশের আয়তন প্রায় ৫৫ হাজার ১৯৫ বর্গমাইল। এ দেশ কৃষি-নির্ভর। কৃষি সম্পদে এ দেশ সমৃদ্ধ। শিক্ষা সম্ভাবনাও কম নাই। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের কিছু স্থান ছাড়া এ দেশের মানুষের ভাষা—বাংলা। তাই বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হলো বাংলা ভাষা। গর্ব্বের আর গৌরবের বিষয় অচিরেই এই বাংলা ভাষা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক ভাষারূপে পরিগণিত হবে। কবিগুরুর 'সোনার বাংলা' আজ বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠভরা জাতীয় সংগীত। তাই কণ্ঠে কণ্ঠে ভেসে বেড়ায় সেই প্রাণভরা গানের সুর —'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

পাক-কড়চা

—পথচারী

পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে নাপাক ইয়াহিয়া-শাহী পাকিস্তানের কলঙ্কিত ইতিহাস থেকে বিদায় নিল। নতুন স্বাধীন বাংলাদেশের পূতজন্ম মুহূর্ত্তে দুই বাংলা। তথা ভারত আজ আনন্দে-গৌরবে উদ্বেল। দুই সপ্তাহের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি হারিয়ে যাওয়া একাত্মবোধ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্চ আদর্শ এবং শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে এক দূরদর্শী স্বনির্ভর আত্মবলে বলীয়ান নেতৃত্ব।

বাংলাদেশে নাপাকদের নিঃশর্ত্ত আত্মসমর্পণ এবং পশ্চিমে যুদ্ধ বিরতি ঘটলেও আমাদের আত্মতুষ্ট হবার সময় নেই। এখন দরকার হবে নতুন করে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি নির্দ্ধারণ এবং বিশ্বের মতি-গতির আলোকে নতুন কোরে পররাষ্ট্রনীতির পুনর্নির্দ্ধারণের।

নতুন রাষ্ট্রের জন্মের পর উদ্বাস্তুর দুঃসহ বোঝা থেকে ভারত মুক্ত হবে। সঙ্গে সঙ্গে চলবে শ্রীমতী গান্ধীর "গরীবী হঠাও" আন্দোলনের কর্মসূচী। চারবার আমরা লড়েছি। গরীব জনসাধারণ আশা করে এবার শান্তিতে দেশের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হবে। কিন্তু সন্দেহ হয় এই শান্তি স্থায়ী হবে কি না। ইয়াহিয়ার যুদ্ধোন্মাদনা চিরতরে ঘুচে গিয়েছে। কিন্তু তার জায়গায় এসেছে কুখ্যাত ভারতদ্বেষী জুলফিকার আলি ভুট্টো। আমরা আশা করছি জঙ্গীশাহীর চাপে নিষ্পেষিত পাকজনসাধারণ এবার গণতন্ত্রের আস্বাদ পাবে এবং অন্ধ ভারত বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে দেশের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হবে। কিন্তু উজির-এ আজমের তক্তে বসেই ভুট্টো যে বুলি ঝেড়েছেন তাতে ভারতের জনগণের শঙ্কিত হবার কারণ আছে। ভুট্টো এই বলে পাকিস্তানের জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন যে তিনি এক নতুন শক্তিশালী পাকিস্তানের পুনর্গঠন করবেন এবং ভারতের কাছে আজকের পরাজয়ের যোগ্য প্রতিশোধ নেবেন। ভুট্টোর রাজনৈতিক জীবন যাঁরা জানেন তাঁরা নিশ্চিতই জানেন যে ভুট্টো তার কথা রাখবেই। শয়নে-স্বপনে ভুট্টোর ভারত ধ্বংসের চিন্তা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ওর ভারত-বিদ্বেষ। ভুট্টো যতদিন শাষণে থাকবে ভারতের পক্ষে দুঃস্বপ্নবাহী ধূমকেতুর মতই থাকবে। ত্রাহস্পর্শের মত সঙ্গে আছে চীন ও আমেরিকা। দেশে ফেরার আগে ভুট্টো পেয়েছে নিক্সনের আশীর্ব্বাদ, রজার্স কিসীঙ্গারের গুপ্ত মন্ত্রণা। জেফার্সন লিংকন-কেনেডির দেশ আমেরিকা আর সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমীস্বার্থের চাপে নিপীড়িত মানুষের সশস্ত্র-সমাজতান্ত্রিক গণবিপ্লবের রপ্তানিকারক চীন আজ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের এবং বিশ্বের অদৃষ্টপূর্ব্ব গণবিপ্লব ধ্বংসের চক্রান্তে হরিহরাত্মা। শক্তিসাম্যের রাজনীতির চাপে বিশ্বের বিচ্ছিন্ন জনসাধারণ এবং পদদলিত সাম্যমৈত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্চ আদর্শ ৫৫ কোটী ভারতবাসীর মানবীয়তা এবং শ্রীমতী গান্ধীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মধ্যে দেখতে পেয়েছে নতুন আশ্বাস, নতুন আলোর বার্ত্তা। নতুন সূর্য্যোদয়ে ভীত নিশাচর পেঁচার মত ভারতের পূর্ব্বদিগন্তে নতুন সূর্য্যোদয়ে ক্ষমতালিপ্সু মহাশাক্তগুলি ভীত শঙ্কিত। আদর্শের জয়ভেড়ী স্বার্থলিপ্সু কুচক্রীদের মৃত্যুর নির্ঘোষ। শান্তিমৈত্রীগণতন্ত্র জয়যুক্ত হলে কোথায় যাবে তারা যারা শান্তির নামে নিয়ে আনে যুদ্ধ, সহায়তার নামে পড়াতে চায় অর্থ-নৈতিক দাসত্বের নাগপাশ। শক্তিসাম্যের নামে এদের চক্রান্তে ভরাডুবি ঘটেছে আয়ুবের, ঘটেছে ইয়াহিয়ার। আজ এদেরই মন্ত্রণায় ভুট্টোর জেহাদের জিগির। বিশ্বের রাজনীতির দাবা খেলায় ভুট্টো ঘুঁটির বাদশার মত, যাকে খেলিয়ে খেলোয়াড়েরা কিস্তীমাত করে। কিন্তু এর দাম দিতে হয় শান্তি-কামী হাজার হাজার মানুষকে বুকের রক্ত দিয়ে। ৪৬ সালের দাঙ্গায়, ৪৮ সালে, ৬৫ এবং ৭১ সালে আমরা—দারিদ্র্যের চাপে নিপীড়িত মানুষেরা রক্ত দিয়েছি। হয়ত আবার দিতে হবে।

হাদিসে বলছে - "Mankind is the family of God. He who loves humanity i.e. God's family, loves God.' মনুষ্য সমাজ ঈশ্বরের পরিবার। যে মনুষ্যজাতি, থাকি না ঈশ্বরের পরিবার, যে ভালবাসে সে ঈশ্বরকে ভালবাসে। পাকিস্তান (পবিত্র দেশ) বাংলাদেশে এই নীতি কিভাবে পালন করেছে তা বিশ্ববাসীর জানা। পয়গম্বর বলেছেন—He who is devoid of kindness is devoid of all good (যার মধ্যে দয়া নেই তার কোন ভাল গুণ নেই) তিনি আবার বলেছেন—Religion is the love and worship of God and the service of His creatures (ঈশ্বরকে ভালবাসা ও উপাসনা এবং তাঁর নির্মিত প্রাণীকে সেবাই ধর্ম)। পবিত্র কোর্-আন-শরীফে বলছেন—

Show is the Path on which Thy
blessing rest ;
The straight path ; not of those
Who go astray.
On whom descend Thy wrath
and punishment.

(আমাদের পথ দেখাও যে পথে তোমার আশীর্ব্বাদ আছে, ন্যায় পথ, তাদের পথ নয় যারা উন্মার্গগামী, যাদের ওপর তোমার ক্রোধ ও শাস্তি নেমে আসে) লক্ষ লক্ষ বাঙালা হিন্দু ও মুসলমানকে হত্যার মধ্যে দিয়ে ইশ্লামের কোন নীতি পালন করা হয়েছে তা সেই ইশ্লামিক দেশগুলিই যারা ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য যুগিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ স্বধর্মীদের হত্যায় মদদ দিয়েছে, বলতে পারে ? ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে নিয়ে ভারত সব সময় সর্ববিষয়ে মুশ্লিম দেশগুলিকে সাহায্য যুগিয়েছে ; ইশ্লামের পবিত্র নীতিকে মেনে নিয়ে ৫ কোটি ভারতীয় মুসলমানের পক্ষ থেকে ইশ্লামিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে অপমানিত হয়েছে। বাংলাদেশের নিপীড়িত জনসাধারণকে ভারত মুক্তি দিয়েছে। হাদিসে আছে—He who helpeth his fellow creatures in the hour of need, and he who helpeth the oppressed him will God help in the day of travail. (দুঃখের সময় যে প্রতিবেশী সাহায্য দেয় এবং উৎপীড়ন থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে তাকেই ঈশ্বর সাহায্য করেন)। নাপাক পাকিস্তানের অমানবীয় এবং পবিত্র ইশ্লামের আদর্শবিরোধীকাল সায় দিয়ে যে সব ইশ্লামিক দেশ দুর্দিনের বন্ধু ভারতের বিরোধিতা করে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পুনর্বিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ভারতের কে বন্ধু এবং কে নয় তা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত হিন্দু-

প্রধান হলেও ইস্লামের পবিত্রনীতিগুলি ইস্লামের ধ্বজাধারী পাকিস্তান ও তার দোসর দেশেরা যে না মেনে চলছে তা স্বচ্ছদৃষ্টি ইস্লামদর্শন জ্ঞাতাগণের অজানা নয়।

আশা করব রক্তপাত ও বলিদানের মধ্যে দিয়ে নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে শান্তিমৈত্রীগণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের যে জয়গান রচিত হোল তা ব্যর্থ হবে না। শহীদের রক্তপাত ব্যর্থ যাবে না।

The faithful do not die, perhaps they become translated from the perishable world to the world of eternal existence. কর্ত্তব্য পরায়ণের মৃত্যু হয় না। নশ্বর জগত থেকে তারা অবিনশ্বর জগতে চলে যায়। —কোরান-শরীফ

জয় হিন্দ-জয় বাংলা।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় সাফল্য

গড়াইমারী যাদবকৃষ্ণ বিদ্যানিকেতনের ছাত্র শ্রীমান্ জগন্নাথ বিশ্বাস এ বৎসর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম স্থান ও সামগ্রিক-ভাবে ত্রয়োদশ স্থান লাভ করিয়াছে। শ্রীমান্ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হউক ইহাই একান্ত কাম্য।

কালোবাজার

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

শ্যামবাজার, বহুবাজার, সবারই সেরা কালো।
এ বাজারে সবই বিকোয়, মন্দ কিংবা ভালো।
'বেবিফুড' আর ব্যাটারীতো সেই বাজারেই পাবে,
মূল্য বেশী, ভেজাল জিনিস এই তো পাওয়া যাবে।
সব বাজারে খাদ্য যখন লুকায় অতল তলে,
কালোবাজারে জমজমাটি তখন থেকেই চলে।
কৃষ্ণকালো, আঁধার কালো, বাজারটাও যে কালো,
এই বাজারটাই করে আছে জগৎটারে আলো।
মানুষ যখন এই দেশেতে খাদ্যাভাবে মরে,
'ভালো মানুষ' কালো টাকায় খাদ্য মজুত করে।
সিমেণ্ট আছে অন্ধকারে, খুঁজবে কেবা তারে?
কেরোসিনের বড়ই অভাব? 'কালোই' দিতে পারে
চিনির অভাব? লবণ নাই? চালের টানাটানি?
টাকা থাকলেই সবই পাবে, 'কালোই' দিবে আনি।

জনসভা

গত ৩০শে ডিসেম্বর' ৭১ রঘুনাথগঞ্জ থানার সম্মতিনগর বাজারে কংগ্রেসের ডাকে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রঘুনাথগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অম্বিকাচরণ দাস ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আবদুস সাত্তার। শ্রীসাত্তার তাঁর ভাষণে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের কি ভূমিকা ও বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সম্পাদক আবদুল বারি বিশ্বাস তাঁর ভাষণে দেশ-বাসীকে সাম্প্রদায়িকতার হাত হ'তে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে দেন। এ ছাড়া স্থানীয় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মহঃ সোহরাব, রবীন্দ্রকুমার পণ্ডিত ও চিত্তরঞ্জন মুখার্জী। সবশেষে সভাপতি শ্রীদাস জনসাধারণকে অভিনন্দিত করে সভা শেষ করেন। সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়।

নাম পরিবর্ত্তন

আমি জঙ্গিপুরের প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট করিয়া জানাইতেছি যে আমার পুত্র নিমতিতা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের একাদশ শ্রেণীতে তাহার ডাকনাম গুদড়চন্দ্র সাহা নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে সে চিত্তরঞ্জন সাহা নামে পরিচিত হইবে। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি দিলাম। শ্রীতারাপদ সাহা

সাং দুর্গাপুর থানা সমসেরগঞ্জ পোঃ নিমতিতা

প্রাক্তন সৈনিক (Ex-Service-men) মধ্য হইতে লোক নিয়োগ

প্রাক্তন সৈনিক (Ex-Service-men) মধ্য হইতে Defence Security Corps এ সিপাই পদের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের পুনর্নিয়োগ করা হইবে।

ক) অনধিক দুই বৎসরের জন্য পদাতিক, নৌ এবং বিমান বাহিনীতে কাজ করা চাই।

(খ) বয়ঃসীমা ৪৫ বৎসরের নিম্নে হওয়া চাই।

(গ) "উত্তম চরিত্র বিশিষ্ট Discharge certficate থাকা চাই;"

(ঘ) শারীরিক যোগ্যতার কোন বাধা নিষেধ নাই কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষার "A" বিভাগে উপযুক্ত হওয়া চাই।

দ্রঃ নাপিত, রজক, ঝাড়ুদার, পাচক ও মেসওয়েটার দিগের কোন আবেদন গৃহীত হইবে না।

বিঃ দ্রঃ এই নিয়োগ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের জন্য বহরমপুর রিক্রুটিং অফিসে খোঁজ করুন।

বহরমপুর রিক্রুটিং অফিসের অনুরোধে জেলা তথ্য এবং জনসংযোগ অফিস হইতে নিবেদিত।

হনুমান—মানুষ খণ্ডযুদ্ধ

সাগরদীঘি, ২৯শে ডিসেম্বর—গতকাল বিকেলে এখানে একটি মুদীখানার দোকানে হনুমান— মানুষ সংঘর্ষে দোকানের জনৈক কর্মচারী আহত হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শ্রীহীরালাল ভকতের ২নং দোকানের গুড়ের গুদামে তিনটি হনুমান ঢুকে পড়ে। কর্মচারীসহ কয়েকজন তাদেরকে তাড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু পালাবার দ্বিতীয় পথ না থাকায় তারা গুদামের মধ্যে ইতস্ততঃ ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। তখন দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন একটি মোটা বাঁশ একটি হনুমানকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হনুমানটি সেই বাঁশটি ধরে ফেলে পাল্টা আক্রমণের জন্য বাঁশটি পুনরায় মানুষদেরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়। সেই বাঁশের আঘাতে দোকানের কর্মচারী মদনের মাথা ফেটে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়। হনুমান তিনটি ইতিমধ্যে বেড়িয়ে পালিয়ে যাবার সময় দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে পা ধরে টেনে ফেলে দেয়। আকস্মিক এই ধরণের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় দোকানের মধ্যে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। আহত মদনকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

হিপ্পি কর্ণারের ইংরাজী নববর্ষ উদযাপন

গত ১লা জানুয়ারী স্থানীয় 'হিপ্পি কর্ণার' এর উদ্যোগে ইংরাজী নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। আমরা সংস্থার পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দন পত্র পাইয়াছি। 'হিপ্পি কর্ণার'কে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লি

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ তরিতরকারী বাজারের সন্নিকটে সদর রাস্তার উপর একখানি তৈয়ারী বাড়ী বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নে যোগাযোগ করুন।

শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ শুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

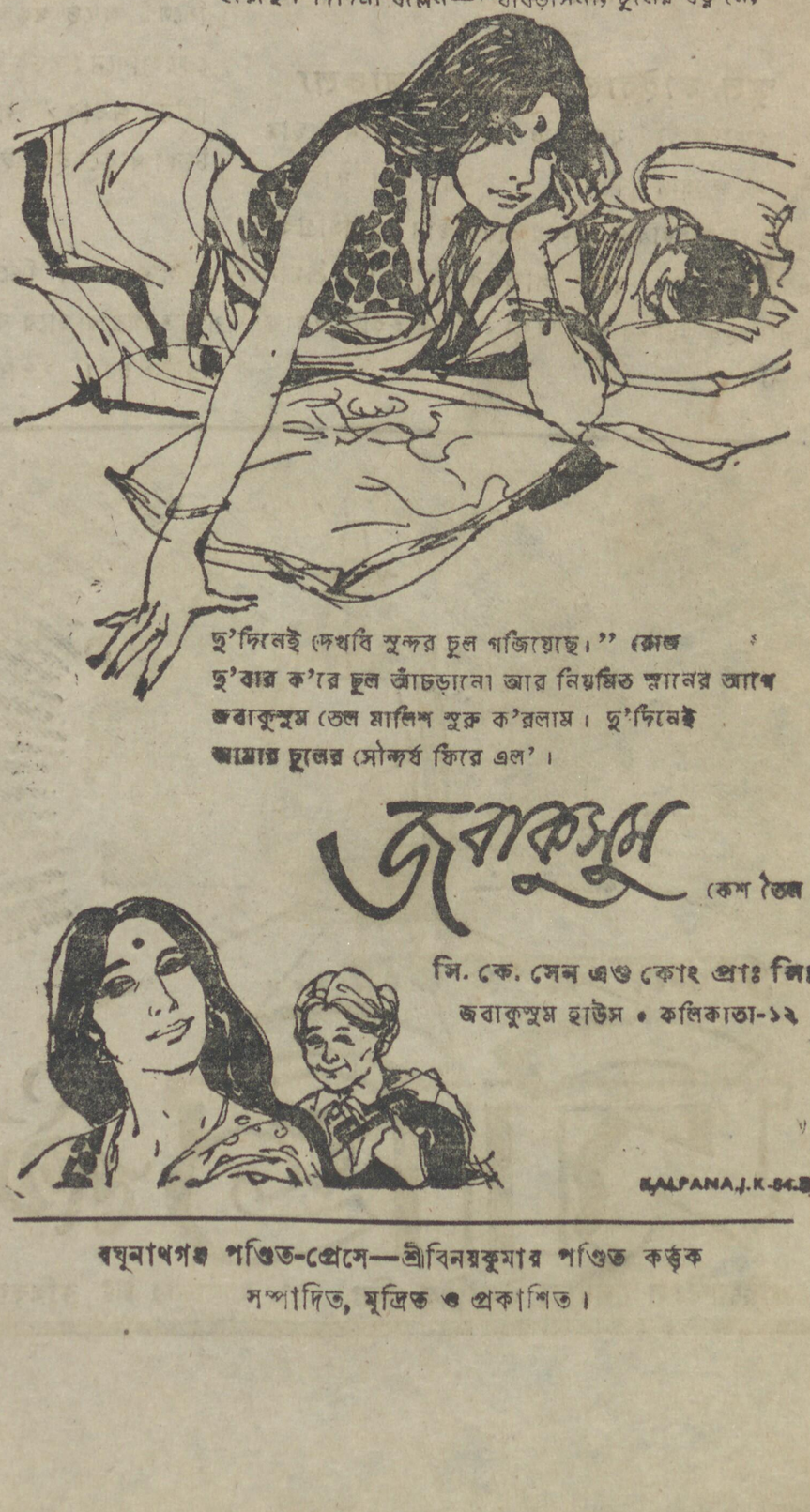

জবাকুসুম
কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।